এম/এস. ফার্টিকো মার্কেটিং এবং ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্যরা ইত্যাদি

বনাম

সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন এবং আরেকজন ইত্যাদি

(২০২০ সালের ফৌজদারি আপিল নম্বর ৭৬০-৭৬৪ ইত্যাদি)

১৭ই নভেম্বর, ২০২০

[এ. এম. খানউইলকার এবং বি. আর. গাভাই,বিচারপতিদ্বয়]

দিল্লি স্পেশাল পুলিশ এস্টাবলিশমেন্ট আইন, ১৯৪৬:

ধারা ৬ –সম্মতি-এর ব্যাপ্তি- সিবিআই কর্তৃক এফআইআরের আওতায় – ১৯৮৮ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ধারা ১২০খ এবং ৪২০ আইপিসি এবং ধারা ১৩(২) সহপঠিত ধারা ১৩(ও) এর অধীনে অপরাধের অভিযোগে সিবিআই কর্তৃক এফআইআর দায়ের করা হয়েছে – কয়লা ক্রয়কারী কোম্পানির পরিচালক এবং অজ্ঞাত সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে – তদন্তকালে রাজ্য সরকারের দুই সরকারি কর্মচারী ষড়যন্ত্রের অংশ বলে প্রমাণিত হয় – কয়লা ক্রয়কারী কোম্পানির পরিচালক এবং সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে পিসি আইনের ধারা ১৯ এর অধীনে অনুমোদন পাওয়ার পর অভিযোগপত্র দাখিল – ফৌজদারি কার্যধারা বাতিলের জন্য ৪৮২ সিআরপিসির অধীনে আবেদন – হাইকোর্টের একক বিচারক আবেদনগুলি খারিজ করে দিয়েছিলেন যে তদন্ত শেষ হওয়ার পরে পোস্ট-ফ্যাক্টো সম্মতি ধারা ৬ এর অধীনে বৈধ সম্মতি হবে – সুপ্রিম কোর্টে আপিল – আদেশ করা হয়েছে: ব্যক্তিগত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ধারা ৬ এর অধীনে কোনও সম্মতির প্রয়োজন নেই এবং তাই তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করার ক্ষেত্রে কোনও নিষেধাজ্ঞা ছিল না - সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে, রাজ্য সরকারের দেওয়া ৬ ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত পোস্ট-ফ্যাক্টো সম্মতি বৈধ ছিল - সরকারি কর্মচারীরাও ধারা ৬ এর অধীনে পূর্ব সম্মতির অভাবে তাদের প্রতি সৃষ্ট কোনও পক্ষপাত বা ন্যায়বিচারের কোনও অপব্যবহার দেখাতে সক্ষম হননি - হাইকোর্টের সামনে উত্থাপিত অন্যান্য বিষয়গুলির সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য হাইকোর্টে পাঠানো বিষয়টি - ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ - ধারা ৪৮২।

আপিল খারিজ করে, আদালত

আদেশঃ ১) যদিও দিল্লি স্পেশাল পুলিশ এস্টাবলিশমেন্ট আইন, ১৯৪৬ (ডিএসপিই আইন) এর ৫ নম্বর ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বাইরে দিল্লি স্পেশাল পুলিশ এস্টাবলিশমেন্ট (ডিএসপিই)-এর সদস্যদের ক্ষমতা এবং এখতিয়ার কোনও রাজ্যে সম্প্রসারণ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে,

তবে ডিএসপিই অ্যাক্টের ৬ নম্বর ধারার অধীনে কোনও রাজ্য যদি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের এলাকার মধ্যে এই ধরনের সম্প্রসারণের জন্য সম্মতি না দেয়, তাহলে তা অনুমোদিত নয়।। স্পষ্টতই বিধানগুলি সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা সংবিধানের অন্যতম মৌলিক কাঠামো হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। উত্তর প্রদেশ রাজ্য দুর্নীতি দমন আইন, ১৯৮৮-এর অধীনে অপরাধের তদন্তের জন্য সমগ্র উত্তর প্রদেশ রাজ্যে ডিএসপিই সদস্যদের ক্ষমতা এবং এখতিয়ার সম্প্রসারণের জন্য একটি সাধারণ সম্মতি দিয়েছে এবং লেনদেনের সময় সংঘটিত সমস্ত বা যে কোনও অপরাধ বা অপরাধের সাথে সম্পর্কিত প্রচেষ্টা, প্ররোচনা এবং ষড়যন্ত্র এবং একই তথ্য থেকে উদ্ভূত হয়েছে।তবে একই কথা প্রযোজ্য যে, রাজ্য সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত, রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকা সরকারি কর্মচারীদের সম্পর্কিত মামলাগুলিতে এই ধরনের কোনও তদন্ত করা হবে না। [অনুচ্ছেদ ১১,১৩] |৯৬৬-ই-এফ; ৯৬৭-ই-এফ]

২)বেসরকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর নিবন্ধনের ক্ষেত্রে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই, কারণ ডিএসপিই আইনের ৬ ধারার অধীনে কোনও নির্দিষ্ট সম্মতির প্রয়োজন হবে না। ১৯৮৯ সালের ১৫ই জুন তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে, উত্তর প্রদেশ রাজ্য একটি সাধারণ সম্মতি দিয়েছে, যার ফলে ডিএসপিই-র সদস্যরা দুর্নীতি দমন আইন, ১৯৮৮-এর অধীনে অপরাধের তদন্তের ক্ষেত্রে সমগ্র উত্তর প্রদেশ রাজ্যে ক্ষমতা এবং আইন প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে এবং একই লেনদেনের সময় বা একই তথ্য থেকে উদ্ভূত সমস্ত বা যে কোনও অপরাধ বা অপরাধের ক্ষেত্রেও।এইভাবে, দুর্নীতি দমন আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং আইপিসির অধীনে অন্যান্য অপরাধের জন্য বেসরকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এফআইআর নিবন্ধনের জন্য, একই লেনদেনের সময় সংঘটিত বা একই তথ্য থেকে উদ্ভূত, ডিএসপিই সদস্যদের সমস্ত ক্ষমতা এবং এখতিয়ার রয়েছে। সুতরাং, বেসরকারী ব্যক্তিদের দ্বারা দায়ের করা আপিলের কোনও যোগ্যতা নেই। [অনুচ্ছেদ ১৩] |৯৬৭-এফ-এইচ; ৯৬৮-এ-বি]

৩.১) বর্তমান মামলার দুই সরকারি কর্মচারী, যাঁরা নিঃসন্দেহে রাজ্য সরকারের অধীনে কাজ করছেন, তাঁদের নাম প্রাথমিকভাবে এফআইআরে উল্লেখ করা হয়নি। তবে তদন্ত চলাকালীন তাদের নাম উঠে আসে এবং তাই অভিযোগপত্র দাখিলের আগে ৩১ মে ২০১২ তারিখের আদেশ অনুসারে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ১৯ ধারার অধীনে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমোদন দেওয়া হয়।

এটিও বিতর্কিত নয় যে রাজ্য সরকার ডিএসপিই আইনের ৬ ধারার অধীনে ২০১৮ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদের তদন্ত করার জন্য কর্তৃপক্ষকে পোস্ট-ফ্যাক্টো সম্মতি দিয়েছিল। [অনুচ্ছেদ ১৪] |৯৬৮-বি-সি]

৩.২) বর্তমান ক্ষেত্রে, ডি. এস. পি. ই-এর ৬ ধারার অধীনে পূর্ব সম্মতি না পাওয়ার কারণে তাদের প্রতি যে কুসংস্কার সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে পুল কর্মচারীদের দ্বারা কোনও আবেদন নেই। বিশেষত প্রচলিত সাধারণ সম্মতি ছাড়াও তাদের আইন করা উচিত, বা ন্যায়বিচারের গর্ভপাতের বিষয়ে। ডি. এস. পি. ই আইনের ৬ ধারার অধীনে রাজ্য সরকারের পূর্ব সম্মতি না নেওয়ার বিষয়ে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ নেই। [অনুচ্ছেদ ১৯,২১] [৯৭২-বি-সি; ই-এফ]

এইচ. এন. রিশবুদ এবং ইন্দর সিং বনাম দিল্লি রাজ্য [১৯৫৫] ১ এস. সি. আর ১১৫০; কর্ণাটক রাজ্য বনাম কুপ্পুস্বামী গওন্দর এবং অন্যান্যরা (১৯৮৭) ২ এস. সি. সি ৭৪: [১৯৮৭] ২ এস. সি. আর ২৯৫; ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম প্রকাশ পি. হিন্দুজা এবং আরেকজন (২০০৩) ৬ এস. সি. সি. ১৯৫: [২০০৩] ১ সম্পূরক. এস. সি. আর. ৩০৭; কানওয়াল তনুজ বনাম বিহার রাজ্য এবং অন্যান্যরা (২০২০) এস. সি. সি অনলাইন এস.সি. ৩৯৫-এর উপর নির্ভরশীল।

শ্রীমতী মায়াবতী বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা (২০১২) ৮ এস. সি. সি ১০৬: [২০১২] ৭ এস. সি. আর ৩৩-উল্লেখ করা হয়েছে।

৪)একক বিচারক ডিভিশন বেঞ্চে দুটি প্রশ্ন পাঠানোর সময় পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে ২,৩ এবং ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরেই কেবলমাত্র ১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যেতে পারে। ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা বিষয়টি একক বিচারকের কাছে ফেরত দেওয়ার পরে, একক বিচারক ২,৩ এবং ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য ছিলেন। একক বিচারক, বিতর্কিত আদেশে, ২,৩ এবং ৪ নম্বর প্রশ্নের সাথে মোটেও মোকাবিলা করেননি। অতএব, বিষয়টি তার নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে ২,৩ এবং ৪ নম্বর প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একক বিচারকের কাছে প্রেরণ করা হয়।বিষয়টির গুণাগুণ বিবেচনা করা হয়নি এবং উভয় পক্ষের কাছে উপলব্ধ সমস্ত প্রশ্ন খোলা রাখা হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ২২,২৩] |৯৭২-এফ-এইচ; ৯৭৩-এ]

<u>মামলা প্রসঙ্গঃ</u>

[২০১২] ৭ এস. সি. আর ৩৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৮
[১৯৫৫] ১ এস. সি. আর. ১১৫০	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৫
[১৯৮৭] ২ এস. সি. আর ২৯৫	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৬
[২০০৩] ১ সম্পূরক এস. সি. আর ৩০৭	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৭

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০২০ সালের ফৌজদারি আপিল নম্বর ৭৬০-৭৬৪।

২০১২ সালের ৪২৫৩, ৪২৫১, ৪২৫২, ৪২৫০ এবং ৪৪৪৬ নং ফৌজদারি বিবিধ মামলায় এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ বেঞ্চ, লক্ষ্ণৌ-এর হাইকোর্ট এর বিচারবিভাগ ১৪.০৮.২০১৯ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত।

সঙ্গে

২০২০ সালের ফৌজদারি আপিল নম্বর ৭৬৫-৭৬৭,৭৬৮-৭৬৯,৭৭০-৭৭৪,৭৭৫-৭৭৭,৭৭৮-৭৮৫।

এস. ভি. রাজু, এ. এস. জি, অজিত কুমার সিনহা, প্রবীণ আইনজীবী , ঐশ্বর্য সিনহা, সৃজন সিনহা, নীরজ শর্মা, অম্বোজ কুমার সিনহা, অমিত আনন্দ তিওয়ারি, শ্রীমতী শকুন শর্মা, শ্রীমতী মেরি মিটজি, শ্রীমতী দেবযানী গুপ্তা, এ. কে. দে, অনুজ চৌহান, শ্রীমতী অনন্যা দে, প্রমিত সাক্সেনা, মনন পোপলি, কুশ চতুর্বেদী, দিব্যাংশ রাঠি, অরবিন্দ কুমার শর্মা, অশ্বিনী কুমার দুবে, মণীশ কুমার, অমিত শর্মা, দীপেশ সিনহা, শ্রীমতী পল্লবী বড়ুয়া, আইনজীবীরা উপস্থিত দলগুলির জন্য।

আদালত কর্তৃক রায় প্রদান করেন

বি. আর. গাভাই,বিচারপতি-

১)অনুমতি মঞ্জুর।

২)এই সমস্ত আপিল ১৪ই আগস্ট ২০১৯ তারিখে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিজ্ঞ একক বিচারকের দেওয়া সাধারণ রায় এবং আদেশকে বিরোধিতা করে। বর্তমান আপিলের উত্থানকারী তথ্য সংক্ষেপে নিম্নরূপ:-

১৮ই অক্টোবর ২০০৭ তারিখে, কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড একটি নতুন নীতি প্রবর্তন করে, যার অধীনে জ্বালানি সরবরাহ চুক্তি (এরপর থেকে 'এফ.এস.এ.' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) কয়লা কোম্পানি এবং কয়লা ক্রেতাদের দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে বাধ্য ছিল। উক্ত নীতি অনুসরণ করে, ৩০শে এপ্রিল ২০০৮ তারিখে, এস.এল.পি(ফৌজদারি.) নং ৮৩৪২-৪৬ অফ ২০১৯ থেকে উদ্ভূত আপিলের ক্ষেত্রে আপিলকারীদের এবং কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের মধ্যে একটি এফ.এস.এ. স্বাক্ষরিত হয়। ২৫শে মার্চ ২০১১ তারিখে, সি.বি.আই. কর্তৃক ফার্টিকো মার্কেটিং অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের কারখানা প্রাঙ্গণে একটি যৌথ আকস্মিক অভিযান চালানো হয় এবং দেখা যায় যে এফ.এস.এ. এর অধীনে কেনা কয়লা কালোবাজারে বিক্রি করা হয়েছে।

সিবিআই আরও জানতে পেরেছে যে এটি অজ্ঞাত সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে যোগসাজশে করা হয়েছিল যার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের ৩৬.২৮ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। সেই অনুযায়ী, ১৩ই এপ্রিল ২০১১ তারিখে, সিবিআই আইপিসির ধারা ১২০খ এবং ৪২০ এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৮ (এর পরে 'পিসি আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ধারা ১৩(২) এর সাথে পঠিত ১৩(১)(ঘ) এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য এম/এস ফার্টিকো মার্কেটিং অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালক শ্রী অনিল কুমার আগরওয়াল এবং জেলা শিল্প কেন্দ্রের (এর পরে 'ডিআইসি' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), চান্দৌলির অজ্ঞাত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে, সেইসাথে মধ্যপ্রদেশের সিংরাউলির নর্দার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের অজ্ঞাত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করে।

৩)তদন্ত চলাকালীন দেখা গেছে যে, চান্দাউলি ডিআইসি-র তৎকালীন মহাব্যবস্থাপক রামজি সিং এবং চান্দাউলি ডিআইসি-র সহকারী ব্যবস্থাপক যোগেন্দ্র নাথ পান্ডে নামে দুই আধিকারিকও এই ষড়যন্ত্রের অংশ ছিলেন। তদন্তে জানা গেছে যে, এই দুই আধিকারিক তাঁদের সরকারি পদের অপব্যবহার করেছিলেন এবং প্রতারণামূলক ও অসৎভাবে অভিযুক্ত সংস্থাগুলির কাজের অবস্থা সম্পর্কে মিথ্যা স্ট্যাটাস রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন এবং এর ফলে, অসৎভাবে নর্দার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডকে আর্থিক সুবিধা অর্জনের জন্য ভর্তুকিযুক্ত হারে কয়লা সরবরাহ করতে প্ররোচিত করেছিলেন।

৪)উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ৩১শে মে ২০১২ তারিখে পিসি আইনের ১৯ ধারার অধীনে দুই সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমোদন দেয়। ৩১শে মে ২০১২ তারিখে আপিলকারীদের বিরুদ্ধে আইপিসির ১২০খ ধারার সাথে ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮ এবং ৪৭১ ধারার অধীনে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। বিভিন্ন আবেদনকারী ৪৮২ সিআরপিসি ধারার অধীনে আবেদন দাখিল করে সিবিআইয়ের দুর্নীতি দমন বিভাগের বিশেষ বিচারকের সামনে অভিযোগপত্র /তলব আদেশ এবং পরবর্তী কার্যক্রম বাতিলের জন্য আবেদন করেন। হাইকোর্টের বিজ্ঞ একক বিচারক ২৪শে ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখের তার আদেশের মাধ্যমে নিম্নলিখিত চারটি প্রশ্ন নির্ধারণের জন্য গঠন করেন:

প্রশ্ন নং.১)-এই গুচ্ছ মামলায় সি. বি. আই দ্বারা পরিচালিত তদন্ত কি অবৈধ এবং ডি. এস. পি. ই আইনের ৬ ধারা মেনে না চলার জন্য এখতিয়ারহীন?

প্রশ্ন নং.২)-মামলাগুলি অপ্রতিরোধ্যভাবে এবং প্রধানত দেওয়ানি প্রকৃতির কিনা কারণ সম্পূর্ণরূপে চুক্তি লঙ্ঘনের (এফএসএ) উপর ভিত্তি করে এবং ফৌজদারি মামলা বাতিল হতে পারে?

প্রশ্ন নং ৩)-আপীলকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করার ক্ষেত্রে সিবিআই কি সমতার মতবাদ অনুসরণ করেনি? যদি তাই হয়, তাহলে এর প্রভাব?

প্রশ্ন নং ৪)-এন. সি. এল-এর আধিকারিক/আধিকারিকদের অনুপস্থিতিতে আই. পি. সি-র ১২০-খ ধারার অধীনে ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা যেতে পারে কি?

উপরোক্ত প্রশ্নগুলি তৈরি করার পরে, বিজ্ঞ একক বিচারক রায়ে খুঁজে পেয়েছেন যে, উক্ত হাইকোর্টের অন্য একক বিচারক একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছেন যে, যখন রাজ্য সরকার কোনও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা চালানোর অনুমতি দিয়েছিল, তখন এটি বোঝানো হয়েছিল যে তদন্তের অনুমতিও দেওয়া হয়েছিল। বিজ্ঞ একক বিচারক অন্য একজন বিজ্ঞ একক বিচারকের পূর্ববর্তী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন এবং এই মতামত পোষণ করেছিলেন যে, যেহেতু বর্তমান মামলায়, সিবিআই দ্বারা পরিচালিত তদন্ত উত্তরপ্রদেশ সরকারের পূর্ব অনুমতি/সম্মতি ছাড়াই ছিল, তাই দিল্লি স্পেশাল পুলিশ এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৪৬-এর ধারা ৬-এর বাধ্যতামূলক বিধান লঙ্ঘন করা হয়েছিল (এরপরে "ডিএসপিই অ্যাক্ট" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)।তাই তাঁর অভিমত ছিল যে, তদন্তটি সহজাত এখতিয়ারের অভাবে দুরারোগ্য ত্রুটির সম্মুখীন হয়েছে। তবে, দায়িত্বপ্রাপ্ত একক বিচারক খুঁজে পেয়েছেন যে, যেহেতু তিনি বিজ্ঞ একক বিচারপতির পূর্ববর্তী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত নন এবং যেহেতু এই বিষয়ে কোনও বাধ্যতামূলক নজির নেই, তাই ডিভিশন বেঞ্চের সিদ্ধান্তের জন্য প্রশ্ন নং ১ এবং ২ উল্লেখ করা উপযুক্ত ছিল। বিজ্ঞ একক বিচারক ২৪শে ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখের তাঁর বিস্তারিত আদেশের মাধ্যমে নিম্নলিখিত দুটি প্রশ্ন ডিভিশন বেঞ্চে প্রেরণ করেছেনঃ-

১) দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সালের ৪৯)-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য উত্তরপ্রদেশের রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি কর্মচারীদের পাশাপাশি বেসরকারী ব্যক্তিদের জড়িত থাকার মতো মামলাগুলির তদন্ত, এবং লেনদেনের সময় সংঘটিত সমস্ত বা যে কোনও অপরাধ বা অপরাধের সাথে সম্পর্কিত প্রচেষ্টা, প্ররোচনা ও ষড়যন্ত্র এবং রাজ্য সরকারের জি. ও.-এর অধীনে একই তথ্য থেকে উদ্ভূত অন্য কোনও অপরাধ বা অপরাধের তদন্ত রাজ্য সরকারের ১৫.৬.১৯৮৯ তারিখে পূর্ব অনুমতি বা সম্মতি ছাড়াই ডি. এস. পি. ই আইনের ৬ ধারার অধীনে স্বতঃপ্রণোদিত এখতিয়ার ধরে নিয়ে সি. বি. আই দ্বারা তদন্ত করা যেতে পারে কি?

২)ডি. এস. পি. ই আইনের ৬ নং ধারার অধীনে রাজ্য সরকারের সম্পূর্ণ সম্মতি/পূর্বের সম্মতির অনুপস্থিতি কি পি. সি আইনের ১৯ নং ধারার অধীনে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৯৭ নং ধারার অধীনে মামলা পরিচালনার অনুমোদনের মাধ্যমে নিরাময় করা যেতে পারে?

ডিভিশন বেঞ্চ ২০১৫ সালের ৬ই জুলাই তার রায় ও আদেশের মাধ্যমে নিম্নলিখিত শর্তে রেফারেন্সের উত্তর দিয়েছেঃ -

"অতএব প্রশ্ন নং-১-এর আমাদের উত্তর হল যে যেহেতু প্রশ্নটি মামলার উপলব্ধ তথ্যের একটি ভুল ভিত্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, তাই এই বলে উত্তর দেওয়া হয় যে ১৫.৬.১৯৮৯ তারিখের সরকারী আদেশ তদন্তের অনুমতি দেয় এবং এটি বর্তমান মামলার তথ্যের উপর তদন্ত করার জন্য সি. বি. আই দ্বারা স্বতঃপ্রণোদিত এখতিয়ার ধরে নেওয়ার মামলা ছিল না।

বিজ্ঞ একক বিচারপতির দ্বারা তৈরি করা দ্বিতীয় প্রশ্নটি এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর না দিয়ে ফেরত দেওয়া হয় যে, বিজ্ঞ একক বিচারপতির দ্বারা রাজ্য সরকারের হলফনামাটি কোনও সন্দেহ উত্থাপন করার জন্য এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটি তৈরি করার জন্য আহ্বান করা হয়নি।

দুটি প্রশ্নের পূর্বোক্ত উত্তরগুলি তৈরি করে, আইন অনুসারে মামলা পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতে কাগজপত্রগুলি পেশ করা হোক।

রেফারেন্সের উত্তর দেওয়ার পরে, বিষয়টি আবার বিজ্ঞ একক বিচারকের সামনে আসে, যিনি ২০১৫ সালের ১৭ই আগস্টের আদেশে রাজ্য সরকারকে একটি হলফনামা দাখিল করার নির্দেশ দেন। হাইকোর্টের জারি করা নির্দেশ মেনে, রাজ্য সরকার ৩১শে অক্টোবর ২০১৫ এবং ২০শে ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে হলফনামা দাখিল করে। বিজ্ঞ একক বিচারক ২০১৮ সালের ৫ই এপ্রিল একটি আদেশ জারি করেন, যার ফলে নিম্নলিখিত প্রভাব পড়েঃ-

শ্রী পি.কে. সিং, বিজ্ঞ এজিএ, দিল্লি পুলিশ স্পেশাল প্রভিশনস অ্যাক্টের ধারা ৬ সম্পর্কিত ১৫.০৬.১৯৮৩ তারিখের বিজ্ঞপ্তির ব্যাখ্যা এবং পরিধি সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্বশীল সচিবের কাছে একটি হলফনামা দাখিল করার জন্য দশ দিনের সময় প্রার্থনা করছেন এবং মঞ্জুর করেছেন।

এই মামলাটি ১৮.০৪.২০১৮-এ রাখুন।

৬)৫ই এপ্রিল ২০১৮ তারিখের আদেশ মেনে, রাজ্য সরকার স্বরাষ্ট্র সচিব এবং স্বরাষ্ট্র প্রধান সচিবের মাধ্যমে বিভিন্ন হলফনামা দাখিল করে।

উক্ত হলফনামায় রাজ্য সরকার যে অবস্থান নিয়েছে তা হল, ১৯৮৯ সালের ১৫ই জুন তারিখের প্রজ্ঞাপনে দুর্নীতি দমন আইনের অধীনে অপরাধের তদন্তের জন্য সমগ্র উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে দিল্লি স্পেশাল পুলিশ এস্টাব্লিশমেন্টের (এরপরে 'ডিএসপিই' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সদস্যদের ক্ষমতা ও এখতিয়ারের বিষয়ে সম্মতি দেওয়া হয়েছে, এই শর্তে যে, রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকা সরকারি কর্মচারীদের সম্পর্কিত ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনও তদন্ত করা হবে না।রাজ্য সরকারের অবস্থান ছিল যে, রাজ্য সরকারের পূর্বানুমোদন কেবলমাত্র রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, কোনও বেসরকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে নয়। সরকারের অবস্থান ছিল আরও স্পষ্ট যে, এই প্রজ্ঞাপনে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত অপরাধগুলির তদন্তের জন্য ডি. এস. পি. ই আইনের অধীনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে, রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন কোনও সরকারি কর্মচারীর নাম যদি প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, তবে তদন্তের জন্য রাজ্য সরকারের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হবে।রাজ্য সরকারের আরও অবস্থান ছিল যে, রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি কর্মচারীর নাম যদি প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে উল্লেখ না থাকে, কিন্তু পরবর্তী তদন্তে যদি উল্লিখিত অপরাধে জড়িত বলে প্রমাণিত হয়, তা হলে তদন্তের জন্য রাজ্য সরকারের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হবে না। রাজ্য সরকার হলফনামায় আরও জানিয়েছে যে, দুই জন সরকারি কর্মচারী, অর্থাৎ চান্দৌলির ডিআইসি-র তৎকালীন জেনারেল ম্যানেজার শ্রী রাম জি সিং এবং চান্দৌলির ডিআইসি-র সহকারী ব্যবস্থাপক শ্রী যোগেন্দ্র নাথ পান্ডে, ১৩ই এপ্রিল ২০১১ তারিখে সিবিআই কর্তৃক নথিভুক্ত এফআইআর, আইপিসির ধারা ১২০খ এবং ৪২০ এবং পিসি আইনের ধারা ১৩(১)(ঘ) সহ পঠিত ১৩(২) এর অধীনে, ডিএসপিই আইনের ধারা ৬ এর অধীনে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল।

৭) বিজ্ঞ একক বিচারক বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে জানতে পারেন যে, রাজ্য সরকার ৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের দুই জন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রকৃত সম্মতি দিয়েছে, যাদের নাম তদন্ত চলাকালীন উঠে এসেছে। বিচলিত একক বিচারক খুঁজে পেয়েছেন যে, দুই জন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য সি. বি. আই দ্বারা তদন্তের জন্য প্রকৃত সম্মতি যথেষ্ট ছিল, যাদের নাম যদিও এফআইআরে স্থান পায়নি কিন্তু অভিযোগপত্রে পাওয়া গেছে। বিজ্ঞ একক বিচারক রায় দেন যে, যদি উক্ত সরকারি কর্মচারীদের নাম এফআইআর-এ না থাকে এবং তদন্তের সময় তাদের নাম প্রকাশিত হয় এবং

রাজ্য সরকারের উক্ত সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়, তাহলে তদন্ত শেষ হওয়ার পর প্রদত্ত সম্মতি ডিএসপিই আইনের ধারা ৬ এর অধীনে বৈধ সম্মতি হিসেবে বিবেচিত হবে। ঝোঁকযুক্ত একক বিচারক আরও খুঁজে পেয়েছেন যে, সম্মতির প্রশ্নটি কেবলমাত্র সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা উত্থাপিত হতে পারে যাদের নাম এফআইআরে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বেসরকারী ব্যক্তিরা নয়, যারা আদালতে এসেছিলেন। বিজ্ঞ একক বিচারক তাই সমস্ত আবেদন খারিজ করে দিয়েছিলেন। এর ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে বর্তমান আপিলগুলি।

৮)আপীলকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী মুকুল রোহতগি বলেন, ডিএসপিই আইনের ৬ ধারার অধীনে রাজ্য সরকারের সম্মতির অভাবে ডিএসপিই (সিবিআই)-এর ডিএসপিই আইনের ৬ ধারার বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত করার কোনও ক্ষমতা ছিল না। তিনি বলেন, ডিএসপিই আইনের ৬ ধারার মতো রাজ্য সরকারের সম্মতি বাধ্যতামূলক। বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী বলবেন, এফআইআর নিবন্ধনের আগে সম্মতি পেতে ব্যর্থতা বিষয়টির মূলে চলে যাবে এবং পুরো তদন্তকে কলুষিত করবে।তিনি বলেন যে, আবেদনকারী-বেসরকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইপিসির ১২০খ এবং ৪২০ ধারা এবং দুর্নীতি দমন আইনের ১৩ (১) (৪) ধারার সঙ্গে ১৩ (২) ধারার অধীনে অভিযোগ আনা হয়েছে। তিনি বলেন, দুর্নীতি দমন আইনের বিধানের অধীনে কোনও অপরাধ কেবল সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে নথিভুক্ত করা যেতে পারে। তিনি বলেন, যেহেতু রাষ্ট্রপক্ষ আইপিসির ১২০খ ধারা প্রয়োগ করেছে, তাই বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা হল যে একটি বৈঠক করতে হবে।তিনি বলেন, দুর্নীতি দমন আইনের ১৩ (১) (ঘ) ধারার সঙ্গে পঠিত আইপিসির ১২০খ ধারার অধীনে কোনও অপরাধ স্থায়ী হতে পারে না যতক্ষণ না সরকারি কর্মচারী এবং বেসরকারি ব্যক্তিদের মধ্যে মনের বৈঠক হয় এবং এইভাবে একটি এফআইআর নথিভুক্ত করা যায় না। তিনি বলেন, বেসরকারি ব্যক্তি এবং সরকারি কর্মচারীর মধ্যে ষড়যন্ত্র সম্পর্কিত কোনও বিষয়ে তদন্ত, ডিএসপিই আইনের ৬ ধারার অধীনে বৈধ সম্মতি না থাকলে তা অনুমোদিত হবে না। 'শ্রীমতী মায়াবতী বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা'[১] মামলায় এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভরশীল প্রবীণ আইনজীবী দৃঢ়ভাবে নির্ভর করেছিলেন।

৯)২০১৯ সালের এস.এল.পি.(ফৌজদারি) নং ৮৪২০-২১ থেকে উদ্ভূত আপিলের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত সরকারি কর্মচারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী অজিত কুমার সিনহা দাখিল করেছেন যে, আপিলকারী-সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে, বৈধ সম্মতির অভাবে, সিবিআই বিষয়টি তদন্ত করার ক্ষমতা এবং এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারত না।

---

১) (২০১২) ৮ এস.সি.সি. ১০৬

এটি জমা দেওয়া হয়েছে, যে ৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৮-এ প্রদত্ত পোস্ট-ফ্যাক্টো অনুমোদন, পূর্ব সম্মতি প্রাপ্তির ত্রুটি নিরাময় করবে না। উভয় বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী তাই জমা দিয়েছেন যে, কার্যধারা বাতিল এবং বাতিল করার জন্য দায়বদ্ধ।

১০)অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল শ্রী এস. ভি. রাজু বলেন যে, ডি. এস. পি. ই আইনের ৬ ধারার অধীনে পূর্ব সম্মতি বাধ্যতামূলক নয়, তবে ডিরেক্টরি। তিনি বলেন যে, যে কোনও ক্ষেত্রে আবেদনকারীরা যদি না উল্লেখ করেন যে, পূর্ব সম্মতি না পাওয়ার পদ্ধতিগত অনিয়মের কারণে আপীলকারীদের প্রতি কুসংস্কার সৃষ্টি হয়েছে বা এর ফলে ন্যায়বিচারের গর্ভপাত হয়েছে, তবে তদন্তকে কলুষিত করা হবে না। তিনি বলেন যে, আপিলকারী-বেসরকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, উক্ত আপিলকারীদের অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক, কারণ ১৯৮৯ সালের ১৫ই জুন তারিখের প্রজ্ঞাপনে রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন কোনও সরকারি কর্মচারীর বিষয়ে না জানালে, পি. সি আইন থেকে উদ্ভূত বিষয়গুলির তদন্তের জন্য একটি সাধারণ সম্মতি দেওয়া হয়েছে। যতদূর পর্যন্ত সরকারি কর্মচারীদের কথা, বিজ্ঞ এ. এস. জি বলেন যে, যে কোনও ক্ষেত্রে, ২০১৮ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তদন্ত শেষ হওয়ার পরে সম্মতি দেওয়া হয়েছে এবং যদি কোনও ত্রুটি থাকে, তা নিরাময় করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, যে কোনও ক্ষেত্রেই, আপিলকারী-সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা তাদের প্রতি সৃষ্ট কুসংস্কার বা ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা সম্পর্কিত কোনও আবেদন নেই। অতএব, তিনি বলেন যে, হাইকোর্টের রায়ে কোনও হস্তক্ষেপের নিশ্চয়তা নেই।

১১)ডি. এস. পি. ই আইনের ৫ ও ৬ ধারাকে নিম্নরূপ উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবেঃ -

৫)অন্যান্য অঞ্চলে বিশেষ পুলিশ প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ও এখতিয়ারের সম্প্রসারণ-(১) কেন্দ্রীয় সরকার আদেশ দ্বারা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল না হয়েও রাজ্যের যে কোনও অঞ্চলে (রেল এলাকা সহ) ধারা ৩-এর অধীনে প্রজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট কোনও অপরাধ বা অপরাধের শ্রেণীর তদন্তের জন্য দিল্লি বিশেষ পুলিশ প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের ক্ষমতা ও এখতিয়ার প্রসারিত করতে পারে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আদেশ দ্বারা উক্ত পুলিশ প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের ক্ষমতা এবং এখতিয়ার এই ধরণের কোন এলাকায় সম্প্রসারিত করা হলে, কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিষয়ে প্রদত্ত যেকোনো আদেশ সাপেক্ষে, উক্ত এলাকার একজন পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন এবং এইরূপ দায়িত্ব পালনের সময়,

উক্ত এলাকার পুলিশ বাহিনীর সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন এবং উক্ত পুলিশ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত একজন পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব, কার্যাবলী এবং সুযোগ-সুবিধা ন্যস্ত থাকবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন এলাকার বিষয়ে এই ধরনের আদেশ দেওয়া হলে, উপ-ধারা (২) এর বিধানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে উপ-পরিদর্শক পদমর্যাদার ঊর্ধ্বে থাকা দেথি বিশেষ পুলিশ প্রতিষ্ঠানের যে কোন সদস্য, কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে যে কোনও আদেশ দিলে, সেই এলাকার থানার দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন এবং যখন এই ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন, তখন তাঁকে তাঁর থানার সীমার মধ্যে এমন কোনও কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনকারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলে গণ্য করা হবে।

৬) ক্ষমতা ও এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য রাজ্য সরকারের সম্মতি-ধারা ৫-এ অন্তর্ভুক্ত কোনও কিছুই দিল্লি বিশেষ পুলিশ প্রতিষ্ঠানের কোনও সদস্যকে সেই রাজ্যের সরকারের সম্মতি ব্যতীত কোনও রাজ্যের যে কোনও অঞ্চলে ক্ষমতা ও এখতিয়ার প্রয়োগ করতে সক্ষম বলে মনে করা হবে না, যা কোনও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বা রেল এলাকা নয়।

এইভাবে দেখা যায় যে, যদিও ধারা ৫ কেন্দ্রীয় সরকারকে ডিএসপিই-র সদস্যদের ক্ষমতা ও এখতিয়ার কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির বাইরে কোনও রাজ্যে প্রসারিত করতে সক্ষম করে, তবে ডিএসপিই আইনের ধারা ৬-এর অধীনে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের এলাকার মধ্যে এই ধরনের সম্প্রসারণের জন্য কোনও রাজ্য সম্মতি না দিলে এটি অনুমোদিত নয়। স্পষ্টতই, বিধানগুলি সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা সংবিধানের অন্যতম মৌলিক কাঠামো হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

১২) উত্তরপ্রদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৮৯ সালের ১৫ই জুন জারি করা প্রজ্ঞাপনটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে, যা হিসাবে পড়ে।

"উত্তর প্রদেশ সরকার
হোম (পুলিশ) ধারা-১
নং ৩৪৪২/VIII-১-৮৪/৮৮
লক্ষ্ণৌ, তারিখঃ ১৫ই জুন, ১৯৮৯
বিজ্ঞপ্তি

দিল্লি স্পেশাল পুলিশ এস্টাবলিশমেন্ট আইন, ১৯৪৬ (১৯৪৬ সালের ২৫) এর ধারা ৬ এর বিধান অনুসারে,

উত্তর প্রদেশ রাজ্যের গভর্নর দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সালের ৪৯) এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের তদন্তের জন্য সমগ্র উত্তর প্রদেশে দিল্লি স্পেশাল পুলিশ এস্টাবলিশমেন্টের সদস্যদের ক্ষমতা এবং এখতিয়ার সম্প্রসারণে সম্মতি প্রদান করছেন, এবং উপরে উল্লিখিত সমস্ত বা যেকোনো অপরাধ বা অপরাধের সাথে সম্পর্কিত প্রচেষ্টা, প্ররোচনা এবং ষড়যন্ত্র এবং লেনদেনের সময় সংঘটিত এবং একই তথ্য থেকে উদ্ভূত অন্য যেকোনো অপরাধ বা অপরাধের তদন্তের জন্য, তবে এই শর্তে যে, রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত এই ধরনের কোনও তদন্ত করা হবে না।

রাজ্যপালের নামে আদেশক্রমে।

এস.ডি/-

(এস. কে. ত্রিপাঠি)

"উত্তর প্রদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব"

১৩)সুতরাং দেখা যায় যে, উত্তরপ্রদেশ রাজ্য ১৯৮৮ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের অধীনে অপরাধের তদন্তের জন্য সমগ্র উত্তরপ্রদেশে ডিএসপিই সদস্যদের ক্ষমতা এবং এখতিয়ার সম্প্রসারণের জন্য একটি সাধারণ সম্মতি প্রদান করেছে এবং লেনদেনের সময় সংঘটিত এবং একই তথ্য থেকে উদ্ভূত সকল বা যেকোনো অপরাধের সাথে সম্পর্কিত প্রচেষ্টা, প্ররোচনা এবং ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্রেও একই সম্মতি প্রদান করেছে। তবে একই শর্ত প্রযোজ্য যে, রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের পূর্বানুমতি ছাড়া এই ধরনের কোনও তদন্ত করা হবে না। অতএব, ব্যক্তিগত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর নিবন্ধনের ক্ষেত্রে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই কারণ, ডিএসপিই আইনের ধারা ৬ এর অধীনে কোনও নির্দিষ্ট সম্মতির প্রয়োজন হবে না। ১৫ই জুন ১৯৮৯ তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, উত্তরপ্রদেশ রাজ্য একটি সাধারণ সম্মতি প্রদান করেছে, যার ফলে ডিএসপিই-এর সদস্যরা ১৯৮৮ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের অধীনে অপরাধের তদন্তের ক্ষেত্রে এবং একই লেনদেনের সময় সংঘটিত সমস্ত বা যেকোনো অপরাধের ক্ষেত্রে অথবা একই তথ্য থেকে উদ্ভূত অপরাধের ক্ষেত্রে সমগ্র উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতা এবং এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারবেন।

অতএব, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধ এবং আইপিসির অধীনে অন্যান্য অপরাধের জন্য, একই লেনদেনের সময় বা একই তথ্য থেকে উদ্ভূত, ব্যক্তিগত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করার জন্য, ডিএসপিই সদস্যদের সমস্ত ক্ষমতা এবং এখতিয়ার রয়েছে। সুতরাং, আমরা ব্যক্তিগত ব্যক্তিদের দ্বারা দায়ের করা আপিলগুলিতে একেবারেই কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না।

১৪)নিঃসন্দেহে রাজ্য সরকারের অধীনে কর্মরত দুই সরকারি কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে তাঁদের নাম এফআইআরে উল্লেখ করা হয়নি। তবে, তদন্ত চলাকালীন তাঁদের নাম সামনে আসে এবং এইভাবে অভিযোগপত্র দাখিলের আগে ৩১শে মে ২০১২ তারিখের আদেশের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন আইনের ১৯ ধারার অধীনে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়। এটিও বিতর্কিত নয় যে, ডিএসপিই আইনের ৬ ধারার অধীনে ২০১৮ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রাজ্য সরকার সরকারি কর্মচারীদের তদন্তের জন্য কর্তৃপক্ষকে প্রকৃত সম্মতি দিয়েছিল।

১৫)১৯৫৫ সালের গোড়ার দিকে, এই আদালতে বিবেচনার জন্য প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল যে, দুর্নীতি দমন আইন, ১৯৪৭-এর ধারা ৫ (৪)-এর অধীনে ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট পদমর্যাদার কোনও পুলিশ অফিসার দ্বারা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়াই তদন্ত করা বাধ্যতামূলক বা ডিরেক্টরি ছিল কিনা? এই বিধানটি বাধ্যতামূলক বলে মনে করে, এই আদালত একটি প্রশ্ন বিবেচনা করে যে, এই তদন্তের পরবর্তী বিচারটি কতটা এবং কতটা কলুষিত হয়। আদালত, এইচ. এন. রিশবুদ এবং ইন্দর সিং বনাম দিল্লি রাজ্য[২] মামলায়, নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

"অতএব, যদি ১০টি তদন্ত সম্পর্কিত বাধ্যতামূলক বিধান লঙ্ঘনের দ্বারা কলুষিত একটি পুলিশ প্রতিবেদনের উপর প্রকৃতপক্ষে বিবেচনা করা হয়, তবে এতে কোনও সন্দেহ নেই যে তদন্তের পরবর্তী বিচারের ফলাফলটি বাতিল করা যাবে না যতক্ষণ না তদন্তের অবৈধতা ন্যায়বিচারের গর্ভপাত ঘটায়। যে তদন্ত চলাকালীন সংঘটিত একটি অবৈধতা ক্ষমতার উপর প্রভাব ফেলে না এবং বিচারের জন্য আদালতের এখতিয়ার ভালভাবে নিষ্পত্তি হয় যেমন প্রভু বনাম সম্রাট এআইআর ১৯৪৪ পিসি ৭৩ এবং লুম্বারদার জুৎশি বনাম কিং এআইআর ১৯৫০ পিসি ২৬-এর মামলাগুলি থেকে দেখা যায়।নিঃসন্দেহে এগুলো তদন্তের সময় গ্রেপ্তারের অবৈধতার সাথে সম্পর্কিত, অন্যদিকে বর্তমান মামলাগুলিতে আমরা প্রমাণ সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির অবৈধতা নিয়ে উদ্বিগ্ন।

---

২)[১৯৫৫] ১ এস. সি. আর ১১৫০

এই পার্থক্যটি পক্ষপাত বা ন্যায়বিচারের ব্যর্থতার প্রশ্নের উপর প্রভাব ফেলতে পারে, তবে উভয় মামলাই স্পষ্টভাবে দেখায় যে তদন্তের অবৈধতার সাথে আদালতের সক্ষমতার কোনও সম্পর্ক নেই। অতএব, আমরা স্পষ্টভাবে এই মতামতও দিচ্ছি যে, যেখানে মামলার স্বীকৃতি প্রকৃতপক্ষে নেওয়া হয়েছে এবং মামলাটি সমাপ্তির দিকে এগিয়ে গেছে, পূর্ববর্তী তদন্তের অবৈধতা ফলাফলকে কলুষিত করে না, যদি না এর ফলে ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা ঘটে থাকে।

এইভাবে দেখা যায় যে, এই আদালত রায় দিয়েছে যে, তদন্তের অবৈধতা ন্যায়বিচারের গর্ভপাত ঘটিয়েছে বলে প্রমাণিত না হলে বিচার ও বিচার বাতিল করা যাবে না। এটি বলা হয়েছে যে, অবৈধতা পক্ষপাত বা ন্যায়বিচারের গর্ভপাতের প্রশ্নের উপর প্রভাব ফেলতে পারে তবে তদন্তের অবৈধতার সাথে আদালতের ক্ষমতার কোনও সম্পর্ক নেই।

১৬) সি.আর.পি.সি.-এর ধারা ৪৬৫-এর বিধানগুলি বিবেচনা করার সময় কর্ণাটক রাজ্য বনাম কুপ্পুস্বামী গৌন্দর এবং অন্যান্যরা[৩] ক্ষেত্রে এই আদালতের নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলিও নোট করা উপযুক্ত হবেঃ-

১৪) হাইকোর্ট অবশ্য পর্যবেক্ষণ করেছে যে এই বিচারকে নিয়মিত করার জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৬৫ ধারার বিধানগুলি ব্যবহার করা যাবে না। এই সিদ্ধান্তের জন্য কোনও কারণ উল্লেখ করা হয়নি। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৬৫ ধারাটি নিম্নরূপঃ

"ক্রটি, বাদ দেওয়া বা অনিয়মের কারণে প্রত্যাহারযোগ্য হলে খুঁজে পাওয়া বা সাজা-(১) এখানে পূর্ববর্তী বিধানাবলী সাপেক্ষে, উপযুক্ত এখতিয়ারের কোনও আদালত কর্তৃক গৃহীত কোনও অনুসন্ধান, সাজা বা আদেশ আপিল, নিশ্চিতকরণ বা পুনর্বিবেচনার আদালত দ্বারা বিপরীত বা পরিবর্তন করা হবে না, অভিযোগ, সমন, পরোয়ানা, ঘোষণা, আদেশ, রায় বা বিচারের আগে বা চলাকালীন অন্যান্য কার্যধারায় বা এই কোডের অধীনে কোনও ইনগুরি বা অন্যান্য কার্যধারায় কোনও ক্রটি বা কোনও ক্রটি বা রাষ্ট্রপক্ষের জন্য কোনও অনুমোদনের অনিয়মের কারণে, যদি না সেই আদালতের মতামত অনুযায়ী, ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা প্রকৃতপক্ষে ঘটে থাকে।

(২) এই বিধির অধীনে কোনও কার্যধারায় কোনও ক্রটি, বাদ পড়া বা অনিয়ম, অথবা রাষ্ট্রপক্ষের জন্য কোনও অনুমোদনে কোনও

---

৩) (১৯৮৭) ২ এস.সি.সি. ৭৪

ত্রুটি, বা অনিয়ম ন্যায়বিচারের ব্যর্থতার কারণ হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করার সময়, আদালতকে এই বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে যে কার্যধারার প্রাথমিক পর্যায়ে আপত্তি উত্থাপন করা যেতে পারে এবং করা উচিত ছিল কিনা।"

এটি বিধান করা হয়েছে যে উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোনও রায় বা সাজা কেবল অনিয়মের ভিত্তিতে বাতিল করা যাবে না যদি অভিযুক্তের প্রতি কোনও কুসংস্কার সৃষ্টি না করা হয়। এটি বিতর্কিত নয় যে এই প্রশ্নটি বিচারের সময় অভিযুক্ত দ্বারা উত্থাপিত হয়নি বা বিচারে বা আপিল পর্যায়ে কোনও কুসংস্কারের আবেদন করা হয়নি এবং তাই কোনও কুসংস্কারের অভাবে এই ধরনের প্রযুক্তিগত আপত্তি উপযুক্ত আদালতের দ্বারা গৃহীত আদেশ বা সাজাকে প্রভাবিত করবে না। ধারা ৪৬৫ ছাড়াও, ধারা ৪৬২ ভুল জায়গায় বিচারের ক্ষেত্রে প্রতিকারের ব্যবস্থা করে। ধারা ৪৬২ নিম্নরূপ পড়েঃ

"৪৬২)ভুল জায়গায় কার্যধারা-কোনও ফৌজদারি আদালতের কোনও অনুসন্ধান, সাজা বা আদেশ কেবল এই ভিত্তিতে বাতিল করা হবে না যে, যে তদন্ত, বিচার বা অন্যান্য কার্যধারা যার মধ্যে এটি এসেছিল বা পাস হয়েছিল, তা কোনও ভুল দায়রা বিভাগ, জেলা, মহকুমা বা অন্যান্য স্থানীয় এলাকায় হয়েছিল, যদি না এটি প্রদর্শিত হয় যে এই ধরনের ত্রুটি আসলে ন্যায়বিচারের ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই বিধানটি কোনও সিদ্ধান্তকেও বাঁচায় যদি বিচারটি কোনও ভুল দায়রা বিভাগ বা মহকুমা বা কোনও জেলা বা অন্যান্য স্থানীয় এলাকায় হয় এবং এই ধরনের ত্রুটি কেবল তখনই কোনও পরিণতি হতে পারে যদি এর ফলে ন্যায়বিচার ব্যর্থ হয়, অন্যথায় কোনও অনুসন্ধান বা সাজা কেবল 'এই ধরনের ত্রুটির' ভিত্তিতে বাতিল করা যেতে পারে না।

১৭) এই আদালত, ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম প্রকাশ পি.হিন্দুজাএবং আরেকজন '-এর ক্ষেত্রে, এইচ. এন. রিশবুদ[৫] (উপরে)-এ এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করে এইভাবে মন্তব্য করেছেঃ

"২১....প্রভু বনাম সম্রাট এআইআর ১৯৪৪ এসসি ৭৩ এবং লুম্বারদার জুটশি বনাম দ্য কিং এআইআর ১৯৫০ পিসি ২৬ উল্লেখ করার পর আদালত রায় দেয় যে, যদি তদন্ত সম্পর্কিত বাধ্যতামূলক বিধান লঙ্ঘনের মাধ্যমে শুরু হওয়া পুলিশ প্রতিবেদনের উপর প্রকৃতপক্ষে আমলে নেওয়া হয়,

---

৪) (২০০৩) ৬ এস. সি. সি ১৯৫

৫) (১৯৮৫) ১ এস. সি. আর ১১৫০

তাহলে সন্দেহ নেই যে তদন্তের অবৈধতা ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা এনেছে এবং তদন্তের সময় সংঘটিত অবৈধতা আদালতের বিচারের ক্ষমতা এবং এখতিয়ারকে প্রভাবিত না করে, তাহলে পরবর্তী বিচারের ফলাফল বাতিল করা যাবে না।এটি আইনি অবস্থান হওয়ায়, এমনকি এই যুক্তির জন্যও ধরে নেওয়া যায় যে সিভিসি-র অনুমোদন ছাড়াই অভিযোগপত্র জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সিবিআই কোনও ত্রুটি বা অনিয়ম করেছে, এই ধরনের অভিযোগপত্রের ভিত্তিতে বিশিষ্ট বিশেষ বিচারপতির দ্বারা গৃহীত স্বীকৃতি বাতিল করা যায় না বা তার অনুসরণে আরও কার্যধারা বাতিল করা যায় না। হাইকোর্ট অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করে এবং মামলার পরবর্তী কার্যক্রম বাতিল করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ বিচারপতির আদেশ বাতিল করার ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে ভুল করেছে।"

এইভাবে দেখা যেতে পারে যে, এই আদালত রায় দিয়েছে যে, সি. ভি. সি-র অনুমোদন ছাড়াই অভিযোগপত্র জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সি. বি. আই কোনও ত্রুটি বা অনিয়ম করেছে এই যুক্তির জন্যও, এই ধরনের অভিযোগপত্রের ভিত্তিতে বিশেষ বিচারপতির দ্বারা গৃহীত স্বীকৃতি বাতিল করা হবে না, বাতিলও করা যাবে না এবং এর অনুসরণে পরবর্তী কার্যক্রমও বাতিল করা যাবে না।

১৮)সম্প্রতি, কানওয়াল তনুজ বনাম বিহার রাজ্য ও অন্যান্যরা[৬] মামলায় ডিএসপিই আইনের উপরোক্ত বিধানগুলি বিবেচনা করার জন্য আমাদের মধ্যে একজন (খানউইলকর বিচারপতি) সমন্বয়ে গঠিত এই আদালতের একটি বেঞ্চের একটি সুযোগ ছিল। উক্ত মামলায়, প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল যে, যখন কোনও অপরাধ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছিল এবং অভিযুক্তদের মধ্যে একজন উক্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বাইরে অন্য কোনও রাজ্যে বসবাস/নিযুক্ত ছিলেন, তখন ডিএসপিই সদস্যদের তদন্ত করার ক্ষমতা ছিল, যদি না ডিএসপিই আইনের ৬ ধারার অধীনে সংশ্লিষ্ট রাজ্য দ্বারা নির্দিষ্ট সম্মতি দেওয়া হয়।হাইকোর্টে আপীলকারীর পক্ষ থেকে যুক্তি ছিল যে যেহেতু আবেদনকারী বিহার সরকারের বিষয়গুলির সাথে নিযুক্ত ছিলেন, তাই তদন্ত অনুমোদিত ছিল না, যদি না ডিএসপিই আইনের ৬ ধারার অধীনে বিহার রাজ্যের একটি নির্দিষ্ট সম্মতি থাকে। এই আদালত এই যুক্তি খারিজ করে দিয়েছে যে, যদি অপরাধটি দিল্লিতে সংঘটিত হয়, শুধুমাত্র এই কারণে যে উক্ত অপরাধের তদন্ত ঘটনাক্রমে বিহার রাজ্যের অঞ্চলের বাইরে চলে যায়, তাহলে এটা বলা যাবে না যে বিহার অঞ্চলে নিযুক্ত একজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্তের অনুমতি দেওয়া যাবে না,

---

৬) ২০২০ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৩৯৫

যদি না ডি.এস.পি.ই. আইনের ধারা ৬ এর অধীনে নির্দিষ্ট সম্মতি থাকে। রাজ্যের পক্ষ থেকে যুক্তি বিবেচনা করার সময়, যে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সি. বি. আই-এর জন্য এই ধরনের সম্মতি প্রয়োজন ছিল, এই আদালত রায় দিয়েছে যে উত্তরদাতা-রাজ্য ডি. এস. পি. ই আইনের ৬ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ সম্মতি মঞ্জুর করেছে, তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, রাজ্যের পক্ষে এর বিপরীতে যুক্তি দেওয়ার অনুমতি ছিল না।

১৯) বর্তমান ক্ষেত্রে, ডিএসপিই আইনের ৬ ধারার অধীনে পূর্ব সম্মতি না পাওয়ার কারণে সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা সৃষ্ট কুসংস্কার সম্পর্কে কোনও আবেদন নেই যা তাদের বিশেষভাবে প্রচলিত সাধারণ সম্মতি ছাড়াও, বা ন্যায়বিচারের গর্ভপাতের বিষয়ে নয়।

২০)মায়াবতী[৭] (উপরোক্ত) মামলায় এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে, এই আদালতের সামনে একমাত্র যে প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য পড়েছিল তা হল, এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোনও আদেশ ১৯৯৫ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত আপীলকারীর আচরণের বিরুদ্ধে সিবিআইকে কোনও রোভিং তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়ার সমতুল্য কিনা বা এই নির্দেশগুলি তাজ করিডোর বিষয়ে অনিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কিনা।আদালত এই তথ্যে জানতে পেরেছে যে, ২০০৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের স্ট্যাটাস রিপোর্টের ভিত্তিতে আপীলকারীর অসম সম্পত্তির বিষয়ে এই আদালত দ্বারা এমন কোনও অনুসন্ধান বা সন্তুষ্টি নথিভুক্ত করা হয়নি এবং প্রকৃতপক্ষে, আবেদনকারী এমনকি এই আদালতের সামনে কোনও পক্ষও ছিলেন না।

২১)ফলস্বরূপ, আমরা ডিএসপিই আইনের ৬ ধারার অধীনে রাজ্য সরকারের পূর্ব সম্মতি না পাওয়ার বিষয়ে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ খুঁজে পাই না।

২২) তবে, এটা লক্ষ্য করা যায় যে, বিজ্ঞ একক বিচারক ডিভিশন বেঞ্চে দুটি প্রশ্ন পাঠানোর সময় পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে, ২,৩ এবং ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর কেবলমাত্র ১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরেই দেওয়া যেতে পারে। বিষয়টি ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা বিজ্ঞ একক বিচারকের কাছে পুনর্বিবেচনার পরে, বিজ্ঞ একক বিচারক ২,৩ এবং ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য ছিলেন। বিজ্ঞ একক বিচারক, বিতর্কিত আদেশে ২,৩ এবং ৪ নম্বর প্রশ্নের কোনও জবাব দেননি।

২৩) অতএব, ২,৩ এবং ৪ নম্বর প্রশ্নের নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমরা বিষয়টি দায়িত্বপ্রাপ্ত একক বিচারকের কাছে পাঠাই।

---

৭)(২০১২) ৮ এস.সি.সি. ১০৬

আমরা স্পষ্ট করে বলছি যে, আমরা বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করিনি এবং উভয় পক্ষের কাছে উপলব্ধ সমস্ত প্রশ্ন উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

২৪) ফৌজদারি আপিলগুলি উপরোক্ত শর্তে নিষ্পত্তি করা হয় তদনুসারে, সমস্ত মুলতুবি আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হবে।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠি

আপিল খারিজকরা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal